অভাবের শ্রেণীবিভাগ

ন্যায়-বৈশেষিক মতে অভাব নানারকমের হয়। কেউ ব'লতে পারেন : অভাবের আবার রকমারি অর্থাৎ প্রকারভেদ কি ক'রে হয় ? অভাবের তো কোন মূর্ত্তি নেই। তা বিভিন্ন রকমের হ'তেই পারেনা।

ন্যায়-বৈশেষিক প্রতিযোগীর ভেদের দ্বারা, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মের ভেদের দ্বারা এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের ভেদের দ্বারা অভাবের প্রকার ভেদ দেখিয়েছেন।[১]

যার অভাব, তাই সেই অভাবের প্রতিযোগী। এই প্রতিযোগী ভিন্ন ভিন্ন হ'লে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন টেবিলের অভাব ও চেয়ারের অভাব ভিন্ন, কারণ, টেবিল প্রতিযোগীটি চেয়ার প্রতিযোগী থেকে ভিন্ন। আগেই ব'লেছি, অভাবের জ্ঞানে প্রতিযোগীটি অভাবের বিশেষণ রূপে ভাসে। যা কোন বস্তুকে অন্য বস্তু থেকে বিশিষ্ট করে, তাই তো বিশেষণ। টেবিলের অভাবকে চেয়ারের অভাব থেকে বিশিষ্ট করে টেবিল রূপ প্রতিযোগীটি। অতএব প্রতিযোগীর ভেদবশতঃ অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়।

আবার প্রতিযোগী এক হওয়া সত্ত্বেও, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মের ভিন্নতার জন্য অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমরা যখন কোন প্রতিযোগীর নিষেধ ক'রে থাকি, তখন কোন বিশেষ রূপে, অর্থাৎ, কোন বিশেষ ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট অবস্থাতেই তাকে নিষেধ করি। এই বিশেষ ধর্মটিকে বলা হয়, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম। যেমন, টেবিল বস্তুটিকে আমরা টেবিল রূপে, অর্থাৎ, টেবিলত্ব ধর্ম বিশিষ্ট রূপে, নিষেধ করতে পারি। করলে, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম হবে টেবিলত্ব। আবার টেবিল বস্তুটির অভাবকে জড়বস্তুর অভাব ব'লেও গ্রহণ করতে পারি, কারণ, টেবিলটি জড় বস্তুও বটে। যখন

Scanned with CamScanner

জড়বস্তুরূপে টেবিলটির অভাবের জ্ঞান হয়, তখন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম হ'চ্ছে জড়ত্ব। এইভাবে একই প্রতিযোগী বস্তুর অভাব একাধিক হ'তে পারে।

প্রতিযোগীকে যে সম্বন্ধে অধিকরণে নিষেধ করা হয়, তাকে বলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। যেমন, 'ভূতলে ঘট নেই", এই আকারে যখন ঘটাভাবের জ্ঞান হয়, তখন সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে ঘটের নিষেধ বিষয় হয়।[১] আবার কুম্ভকারের গৃহে কপাল দুটি দেখে জ্ঞান হ'ল ঃ "এই কপালে এখনও ঘট হয়নি।" এই জ্ঞানে কপালে যে ঘটের নিষেধ বিষয় হ'য়েছে, তা সমবায় সম্বন্ধে নিষেধ, সংযোগ সম্বন্ধে নয়।[২] প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর নিষেধ সংযোগ সম্বন্ধে হ'য়েছে ব'লে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হ'চ্ছে সংযোগ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধে প্রতিযোগীর নিষেধ হ'য়েছে ব'লে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হ'চ্ছে সমবায়। সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের অভাব সমবায় সম্বন্ধে ঐ ঘটের অভাব থেকে আলাদা, যদিও এই দুই অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী এক, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মও এক। সংযোগ সম্বন্ধে যে ঘট-নিষেধটি জ্ঞানের বিষয় হ'য়েছে, তার প্রতিযোগী ঘট, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্ব। সমবায় সম্বন্ধে যে ঘট-নিষেধটি বিষয় হ'য়েছে, তারও প্রতিযোগী ঐ ঘট প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্ব। কিন্তু প্রতিযোগী ঘট ও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্ব, এ দুটি এক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ আলাদা ব'লে, দুই ক্ষেত্রে অভাব আলাদা হ'ল।

ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে সাধারণতঃ অধিকরণ-ভেদে অভাবের ভিন্নতা স্বীকার করা হয়না। যেমন, একই ঘটাভাব টেবিলে থাকতে পারে, ভূতলেও থাকতে পারে। টেবিলবৃত্তি ঘটাভাব ও ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ভিন্ন নয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকরণ-ভেদেও অভাবকে ভিন্ন ভিন্ন ব'লে স্বীকার করা হ'য়েছে। যে-অভাব তার প্রতিযোগীর সঙ্গে একই অধিকরণে থাকতে পারে, সেই অভাব অধিকরণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন সংযোগের অভাব। বৃক্ষের শাখায় কপি-সংযোগ আছে, মূলে নেই। কাজেই বলতে হবে, বৃক্ষে কপি-

---

(১) "ভূতলে ঘট আছে", এই জ্ঞানে সংযোগ সম্বন্ধে ভূতল ঘটের অধিকরণ হয়। সুতরাং 'ভূতলে ঘট নেই', এই জ্ঞানে সংযোগ সম্বন্ধেই ঘটের নিষেধ বিষয়

Scanned with CamScanner

সংযোগের অভাব আছে, আবার প্রতিযোগী কপি-সংযোগও আছে। অতএব এই অভাব, এমন অভাব যা তার প্রতিযোগীর সঙ্গে একই অধিকরণে থাকে। এই রকমের অভাব অধিকরণ-ভেদে ভিন্ন হয়। বৃক্ষে যে কপি-সংযোগের অভাব আছে, তা গুণেও আছে, কারণ, সংযোগ একটি গুণ এবং গুণে গুণ থাকেনা। এখন বৃক্ষ নামক দ্রব্যে যে কপি-সংযোগের অভাব, তা গুণ-বৃত্তি কপি-সংযোগাভাব থেকে ভিন্ন। এখানে প্রতিযোগী হ'চ্ছে কপি-সংযোগ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম হ'চ্ছে কপি-সংযোগত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হ'চ্ছে সমবায়।[১] কিন্তু প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ এক হওয়া সত্ত্বেও, অধিকরণের ভেদের দরুণ অভাবের ভিন্নতা স্বীকার করা হয়।

অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব

অভাব প্রধানতঃ দুই প্রকার—অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। 'ঘট পট নয়', 'টেবিল চেয়ার নয়', ইত্যাদি বাক্য অন্যোন্যাভাবের প্রকাশক। অন্যোন্যাভাব দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদকে বোঝায়।

'ঘটে জল নেই', 'টেবিলে ফুলদানী নেই' ইত্যাদি বাক্য সংসর্গাভাবকে প্রকাশ করে। একটি বস্তুতে অন্যবস্তুর সংসর্গের অভাবই সংসর্গাভাব।[২]

'ঘট পট নয়', এই আকারের বাক্য কাকে নিষেধ করে ? প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়ন বলেন, এই বাক্যের দ্বারা যা নিষিদ্ধ হয়, তা হ'চ্ছে ঘটের সঙ্গে পটের তাদাত্ম্য (identity)। কাজেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হ'চ্ছে এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। অবশ্য, এই তাদাত্ম্য বাস্তবিক তাদাত্ম্য নয়। ঘটের সঙ্গে পটের বাস্তবিক তাদাত্ম্য থাকেনা। যখন 'ঘট পট নয়', এই জ্ঞান হয়, তখন ঘটে আরোপিত পট-তাদাত্ম্যের নিষেধ বিষয় হয়। এখানে নিষেধ করা হ'চ্ছে পট-

---

(১) সংযোগ একটি গুণ। তা সংযোগী দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কাজেই বৃক্ষে যে কপি-সংযোগের নিষেধ, তা সমবায় সম্বন্ধে নিষেধ। আবার গুণে যখন কপি-সংযোগ নেই বলা হ'চ্ছে, তখনও সমবায় সম্বন্ধে গুণে কপি-সংযোগের অভাবের কথা বলা হ'চ্ছে। 'গুণে গুণ থাকেনা', কথার অর্থ গুণে সমবায় সম্বন্ধে গুণ থাকেনা। কালিক ইত্যাদি সম্বন্ধে গুণে গুণ থাকতে পারে।

(২) যার দ্বারা একটি বস্তু অন্য বস্তুর আশ্রয় হয়, তাকেই সংসর্গ বলে। যেমন, সংযোগ, সমবায় ইত্যাদি। ভূতল সংযোগ সম্বন্ধের দ্বারা ঘটের আশ্রয় হয়, কপাল দুটি সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা ঘটের আশ্রয় হয়। সংসর্গ এই ধরণের সম্বন্ধ-কেই বোঝায়। কিন্তু তাদাত্ম্য সম্বন্ধকে সংসর্গ বলা যায়না, কারণ, তাদাত্ম্যের দ্বারা একটি পদার্থ অন্য পদার্থের আশ্রয় হয়না।

Scanned with CamScanner

তাদাত্ম্যকে। কোথায় নিষেধ করা হ'চ্ছে? ঘটে। কাজেই ঘট হ'চ্ছে এই নিষেধের অধিকরণ বা অনুযোগী ও পট-তাদাত্ম্য হ'চ্ছে প্রতিযোগী।

নব্য নৈয়ায়িকদের মতে নিষেধের বিষয় পট-তাদাত্ম্য নয়, পট। কিন্তু পট ঘটে নিষিদ্ধ হ'চ্ছে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে। কাজেই তাদাত্ম্য সম্বন্ধটি প্রতিযোগী নয়, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ। আমরা আগেই ব'লে এসেছি যে, যে-সম্বন্ধে প্রতিযোগীকে নিষেধ করা হয়, তাই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ। "ঘট পট নয়", এই জ্ঞানে ঘট রূপ অধিকরণে পট রূপ প্রতিযোগীকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিষেধ করা হ'য়েছে। কাজেই এখানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধটি প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ। যে অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধটি তাদাত্ম্য অর্থাৎ, প্রতিযোগীটি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হয়, তাকে বলে অন্যোন্যাভাব।[১]

অন্যোন্যাভাব নিত্য। ঘটে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পটের যে অভাব, সহজ কথায়, ঘটের সঙ্গে পটের যে ভেদ, তা আজ আছে, কাল নেই, এমন নয়। এই ভেদ চিরকালীন। এমন কি, ঘটটি এবং পটটি বিনষ্ট হ'য়ে গেলেও এ ভেদ থাকবে। ঘটটি নেই, পটটি নেই, অথচ তাদের ভেদ আছে, একথা অসম্ভব মনে হ'তে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। ঘটটি এবং পটটি না থাকলেও, তাদের ভেদ থাকবে, বল্‌তে হবে। থাকবেনা, বলার অর্থ হবে, বিনষ্ট হ'য়ে গেলে, তারা

---

(১) 'অন্যোন্য' শব্দের অর্থ পরস্পর। যে দুটি পদার্থের মধ্যে দুটি পদার্থই পরস্পর অভাবের প্রতিযোগী হ'তে পারে এবং অনুযোগীও হ'তে পারে, সেই অভাবই অন্যোন্যাভাব। 'পটটি ঘট নয়', এই প্রতীতির বিষয় যে অভাব, তার অনুযোগী হ'চ্ছে পট ও প্রতিযোগী হ'চ্ছে ঘট। আমরা আগেই বলেছি, যে অধিকরণে যে বস্তুর অভাব বিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণ সেই অভাবের অনুযোগী এবং ঐ বস্তুটি সেই অভাবের প্রতিযোগী। ঘটের অভাবের জ্ঞান যে অধিকরণে হ'য়েছে, তা হ'চ্ছে, পট। সুতরাং এই অভাবটি পট-অনুযোগিক এবং ঘট-প্রতিযোগিক। আবার 'ঘটটি পট নয়', এই প্রতীতির বিষয় যে অভাব, তা ঘট-অনুযোগিক ও পট-প্রতিযোগিক। অতএব ঘটটি যেমন অনুযোগী হ'চ্ছে, তেমনই প্রতিযোগীও হ'চ্ছে। পটটিও অনুযোগী হ'চ্ছে, আবার প্রতিযোগীও হ'চ্ছে, অন্যোন্য-প্রতিযোগিকত্ব ও অন্যোন্য-অনুযোগিকত্ব থাকায়, এই অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলা হয়।

Scanned with CamScanner

অভিন্ন হ'য়ে যায়, এরকম স্বীকার করা। কিন্তু দুটি ভিন্ন বস্তু কখনই অভিন্ন হ'তে পারেনা।[১]

অন্যোন্যাভাব থেকে ভিন্ন যে অভাব, তাই সংসর্গাভাব। আমরা দেখেছি, যে-অভাবের প্রতিযোগী তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হয়, তাই অন্যোন্যাভাব। সুতরাং যে-অভাবের প্রতিযোগী তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হয়না,[২] তাই সংসর্গাভাব। 'ঘটে জল নেই', এই বাক্য সংসর্গাভাবের প্রকাশক। এই আকারের জ্ঞানে যে-অভাব বিষয় হয়, তা ঘট-অনুযোগিক জল-প্রতিযোগিক। নিষেধ হ'চ্ছে জলের। কাজেই জল হ'ল প্রতিযোগী। যে অধিকরণে জলের নিষেধ হ'চ্ছে, তা ঘট। অতএব ঘট এই অভাবের অনুযোগী। কোন্ সম্বন্ধে ঘটে জল নিষিদ্ধ হ'চ্ছে অর্থাৎ, এই নিষেধের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধটি

---

(১) Tarkasaṁgraha Dipika on Tarkasamgraha ...

কি ? সংযোগ, তাদাত্ম্য নয়।[১] অতএব ঘটে জলের অভাব, সংসর্গাভাব।
সংসর্গাভাব আবার তিন রকম—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাব

কোন কার্য্যের উৎপত্তির পূর্বে তার সমবায়িকারণে ঐ কার্য্যের যে অভাব, তাই ঐ কার্য্যের প্রাগভাব। যথা, একটি বস্ত্র উৎপত্তির পূর্বে, তন্তুতে ঐ বস্ত্রের অভাব। এই অভাবের আদি নেই, কিন্তু অন্ত আছে। বস্ত্রটি উৎপন্ন হওয়ার আগে, কোন কালেই তা ছিলনা। কাজেই এই অভাবটি অনাদি। কিন্তু যে-ক্ষণে বস্ত্রটি উৎপন্ন হ'ল, সেই ক্ষণে তার অভাবটি বিনষ্ট হ'ল। এই জন্যই বলা হয়, প্রাগভাব অনাদি কিন্তু সান্ত।

কোন কার্য্যের প্রাগভাবকে সেই কার্য্যের কারণ বলে ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকার ক'রেছেন। আমরা দেখেছি, অন্যথাসিদ্ধ না হ'য়ে যা কার্য্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি তাই কারণ। কোন কার্য্য, যেমন একটি ঘট, উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে, তার প্রাগভাব সর্বদাই থাকে। যা ছিলনা, তাই উৎপন্ন হয়। কাজেই কোন কার্য্যের উৎপত্তির পূর্বে তার প্রাগভাবের নিয়মিত অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। তাকে অন্যথাসিদ্ধও বলা যাবেনা। এই জন্যই যে-কোন কার্য্যের উৎপত্তিতে, তার প্রাগভাবকে কারণ বলা হয়।

প্রাগভাবকে কারণ ব'লে না মানলে, একই ঘটের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির সম্ভাবনা স্বীকার কতে হয়। কুম্ভকার, ঘট-কপাল, কপালদ্বয়ের সংযোগ, কুম্ভকারের চক্র, যষ্টি ইত্যাদি, দিক্, কাল, অদৃষ্ট প্রভৃতি ঘট উৎপত্তির কারণ। এই কারণগুলির কোনটিই পরক্ষণে বিনষ্ট হ'তে বাধ্য নয়। আমরা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি যে, ঘটটি উৎপন্ন হওয়ার পর-ক্ষণেও এই কারণগুলি থাকবে। সেক্ষেত্রে, দ্বিতীয় ক্ষণে আবার ঘটটির উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। কারণকূট উপস্থিত থাকলে পরক্ষণে কার্য্য উৎপন্ন হ'তে বাধ্য। কিন্তু একই ঘটের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কেউ স্বীকার করেননা। প্রাগভাবকে কারণ ব'লে মানলে, এই সমস্যার সমাধান সহজেই করা যায়। কুম্ভকার, কপাল ইত্যাদির মত ঘটের প্রাগভাবও ঘট উৎপত্তির কারণ। কিন্তু এই কারণটি অন্যান্য কারণের মত নয়। ঘটটি উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

Scanned with CamScanner

এই কারণটি বিনষ্ট হ'য়ে যায়। বলা হয়, প্রতিযোগীর সঙ্গে প্রাগভাবের বিরোধ আছে; প্রাগভাব ও তার প্রতিযোগী, একই কালে থাকতে পারেনা। ঘটের উৎপাদক কারণ সমূহের মধ্যে প্রাগভাব রূপ কারণটি ঘটের উৎপত্তি-ক্ষণে বিনষ্ট হয় ব'লে, পরক্ষণে আবার ঐ ঘটের উৎপত্তি হয়না।[১]

প্রাগভাবকে কার্য্যের উৎপত্তির কারণ স্বীকার করায় ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ তাঁদের অসৎকার্য্যবাদও প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। সৎকার্য্য-বাদী সাংখ্যদার্শনিক বলেন যে, কার্য্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে, তার উপাদান-কারণে ঐ কার্য্য প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। থাকে ব'লেই, বিশেষ বিশেষ উপাদান-কারণ থেকে বিশেষ বিশেষ কার্য্য উৎপন্ন হয়। তিল থেকে তেল হয়, বালুকা থেকে হয়না; কারণ, তিলের মধ্যে তেল প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। যদি বলি, তিলে তেলের অভাব আছে, তাহ'লে বালুকা থেকে তেল না হ'য়ে, তিল থেকেই বা হবে কেন? বালুকাতে যেমন তেলের অভাব আছে, তিলেও তো তেমনই তেলের অভাব আছে।

ন্যায়-বৈশেষিক এর উত্তরে বলেন যে, তিলেও তেলের অভাব আছে, বালুকাতেও তেলের অভাব আছে, একথা ঠিক; কিন্তু দুইটি অভাব এক-রকমের নয়। তিলে তেলের যে অভাব, তা হ'চ্ছে তার প্রাগভাব; বালুকাতে তেলের যে অভাব, তা হ'চ্ছে, অত্যন্তাভাব। প্রাগভাব কার্য্যের অন্যতম কারণ। সুতরাং যে অধিকরণে তেলের প্রাগভাব আছে, অর্থাৎ তিল, তা থেকেই কার্য্য তেল উৎপন্ন হয়; কিন্তু বালুকাতে তেলের প্রাগভাব নেই ব'লে, বালুকা থেকে তেল উৎপন্ন হয়না।

কার্য্যের সমবায়িকারণে, উৎপত্তির পূর্বে ঐ কার্য্যের প্রাগভাব থাকে ব'লেই আমাদের "এ থেকে এই কার্য্য হবে", এই আকারের জ্ঞান হয়। তাঁতীর বাড়ীতে জমা ক'রে রাখা সুতো দেখে জ্ঞান হয়ঃ "এই সুতোয় কাপড় হবে"। 'হবে' কথাটি এখানে কাপড়ের বর্ত্তমান অভাব অর্থাৎ প্রাগভাবকে বোঝাচ্ছে। 'হবে' মানে ভবিষ্যৎ পদার্থের বর্ত্তমানে না থাকা।

কেউ বলতে পারেন যে, 'হবে' কথাটির নঞর্থক অর্থ ক'রব কেন? 'হবে', এই আকারের বুদ্ধির বিষয় হ'চ্ছে, আগামী কালের সম্বন্ধ। 'ঘট হবে', এই

---

(১) রঘুনাথ বলেন, পুনরায় কার্য্য উৎপত্তির প্রসক্তি বারণের জন্য প্রাগভাব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। উৎপন্ন কার্য্যটিকেই, যেমন উৎপন্ন ঘটটিকেই, তৎব্যক্তিত্ব পুরস্কারে ঐ কার্য্যের প্রতিবন্ধক রূপে কল্পনা করলেই চলে।

Scanned with CamScanner

বুদ্ধির বিষয় হ'চ্ছে, ঘটের সঙ্গে আগামীকালের সম্বন্ধ, ঘটের বর্ত্তমান অভাব নয়।

কিন্তু এ আপত্তি ঠিক নয়। 'হবে' কথাটির অর্থ যদি শুধুমাত্র আগামী-কালের সম্বন্ধই হ'ত, তাহ'লে একটি পর্বতকে প্রত্যক্ষ ক'রে, 'পর্বতটি হবে', এমন বলিনা কেন ? পর্বতটি যে আগামী কালেও থাকবে, তা তো আমি জানি। কাজেই 'হবে' কথাটি কেবল আগামী কালের সম্বন্ধকে বোঝায়না। বর্ত্তমানে না থেকে যা আগামীকাল সম্বন্ধী হয়, তাকেই আমরা 'হবে' কথাটির দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। আগামীকাল সম্বন্ধী বস্তুর বর্ত্তমানে অবিদ্যমানতাই তো প্রাগভাব। কাজেই কপাল দেখে 'ঘট হবে', সুতো দেখে 'কাপড় হবে', ইত্যাদি যে প্রতীতি আমাদের হয়, সেই প্রতীতির বিষয় রূপে ঘটের প্রাগভাব, কাপড়ের প্রাগভাব ইত্যাদিকে পদার্থ ব'লে স্বীকার করতে হবে। ঘটটি বা বা কাপড়টি উৎপন্ন হ'লে, তার প্রাগভাব বিনষ্ট হ'য়ে যায়।

ধ্বংসাভাব

কোন কার্য্য বিনষ্ট হ'লে, তার যে অভাব, তাই ধ্বংসাভাব। যেমন, একটি ঘট ভেঙ্গে গেলে, তার সমবায়িকারণ বা অংশগুলিতে ঐ ঘটটির যে অভাব, তাই ওই ঘটের ধ্বংসাভাব।

'ঘটটি বিনষ্ট হ'য়েছে', 'বাড়ীটি ধ্বংস হ'য়ে গেল', ইত্যাদি প্রতীতির বিষয় রূপে আমরা ধ্বংসাভাব পদার্থটিকে পাই। 'বিনষ্ট', 'ধ্বংস' ইত্যাদি কথাগুলির অর্থ, "আর নেই", অর্থাৎ, "কোন সময়ে ছিল, এখন নেই"। এর থেকেই বোঝা যায় ধ্বংসাভাব হ'চ্ছে কোন পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার পরে তার যে অভাব ঘটে, তা। বস্তুটি যেহেতু বিশেষ সময়ে ধ্বংস হয়, সেহেতু এই অভাবের আদি আছে। কিন্তু ঐ বিনষ্ট ঘটটি যেহেতু আর কোনদিনই ফিরে আসবেনা, এই অভাবের অন্ত বা শেষ নেই। আমরা দেখেছি যে, প্রাগভাব তার প্রতিযোগীর জনক। ধ্বংসাভাব কিন্তু প্রতিযোগীর দ্বারা জন্য। ঘট-ধ্বংসের একটি কারণ ঘট নিজে।

কিন্তু যা জন্য বা উৎপন্ন হয়, তা বিনষ্ট হবেনা, এ কেমন কথা ? আমরা তো দেখি, ঘট, পট, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি পদার্থ যেমন বিশেষ সময়ে উৎপন্ন হয়, তেমনই বিশেষ সময়ে বিনষ্টও হয়। ন্যায়-বৈশেষিক উত্তরে বলেন যে, ঘট, পট ইত্যাদি ভাব পদার্থ। ভাব পদার্থ মাত্রই উৎপন্ন হ'লে, বিনষ্টও হয়।

Scanned with CamScanner

কিন্তু অভাব পদার্থের বেলায় এ নিয়ম খাটেনা। যে-অভাব উৎপন্ন হয়, তা আর বিনষ্ট হয়না। বিনষ্ট হবে কি করে? যে-পদার্থটি বিনষ্ট হ'ল, পুনরায় সেই পদার্থটিরই উৎপত্তি হ'লে, ধ্বংসাভাবটি বিনষ্ট হ'তে পারত। কিন্তু ঐ বিশেষ পদার্থটির আর কখনোই উৎপত্তি হ'তে পারেনা। যে-সব কারণের দ্বারা ঘটটি উৎপন্ন হ'য়েছিল, সেই সবগুলি কারণ আবার উপস্থিত হ'লে, তবেই ঘটটির পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা স্বীকার করা যেত। কিন্তু ঐ কারণগুলি সব আর উপস্থিত হ'তেই পারেনা। ঘটটির উৎপত্তির কারণের মধ্যে তার প্রাগভাব পড়ে, যে বিশেষ ক্ষণের পরে ঘটটি উৎপন্ন হ'য়েছিল, সেই ক্ষণটিও পড়ে। এই কারণগুলি ঘটটি উৎপন্ন হওয়ার পরবর্ত্তীকালে আর উপস্থিত হ'তে পারেনা। কাজেই ঐ বিশেষ ঘটটি আর উৎপন্ন হ'তে পারেনা। ফলে, ঐ ঘট-ধ্বংসের আর ধ্বংস হ'তে পারেনা।

অত্যন্তাভাব

যে সংসর্গাভাব নিত্য, তাকে বলে অত্যন্তাভাব। যেমন, বায়ুতে রূপের অভাব। বায়ুতে কখনোই রূপ থাকেনা; অতীতে ছিলনা, বর্ত্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও থাকবেনা। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিক যে কেবল বায়ুতে রূপের অভাবকেই অত্যন্তাভাবের দৃষ্টান্তরূপে নিয়েছেন, তা নয়। তাঁদের মতে, ভূতলে ঘটাভাবও অত্যন্তাভাব। কিন্তু ভূতলে যে ঘটাভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাকে কি ক'রে নিত্য বল্‌ব? ধরা যাক্, ভূতলে ঘট ছিলনা, একটি ঘট সেখানে আনা হ'ল। ঘটটি আনার সঙ্গে সঙ্গেই তো ঐ ঘটটির যে-অভাব ভূতলে ছিল, তা বিনষ্ট হ'ল। আবার মনে করা যাক্ ভূতলে একটি ঘট ছিল; আমি সেটি অপসারণ ক'রলাম। ঐ ঘটটির অভাব তো তখন ভূতলে সৃষ্ট হ'ল। তাহ'লে, এই অভাবকে নিত্য বল্‌ব কি ক'রে? নিত্য না হ'লে তো অত্যন্তাভাব হবেনা।

এই কারণে, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলেন, সংসর্গাভাব তিন রকমের নয়, চার রকমের: (১) অনাদি অথচ সান্ত সংসর্গাভাব বা প্রাগভাব। যেমন, উৎপত্তির পূর্বে একটি ঘটের অভাব।(২) সাদি কিন্তু অনন্ত অর্থাৎ ধ্বংসাভাব। যেমন, একটি ঘট বিনষ্ট হ'লে তার যে অভাব।(৩) অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ, অত্যন্তাভাব। যেমন বায়ুতে রূপের অভাব; পাথরে চেতনার অভাব।(৪) সাদি এবং সান্ত, অর্থাৎ, সাময়িক অভাব। যেমন, ভূতলে ঘটের অভাব; টেবিলে পুস্তকের অভাব ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

কিন্তু অধিকাংশ ন্যায়-বৈশেষিকের মতে, সংসর্গাভাব তিন রকমেরই—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। ভূতলে ঘটাভাবকে অত্যন্তাভাবই বলতে হবে। ভূতলে ঘট আনার ফলে ঘটাভাবটি বিনষ্ট হ'য়ে যাওয়ার যে কথা বলা হ'য়েছে, তা ঠিক নয়। ভূতলে ঘট আনলেও, যে-ঘটাভাব পদার্থটিকে আমি ঘটটি আনার আগে ভূতলে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা বিনষ্ট হয়না। যদি বিনষ্ট হ'ত, তাহ'লে অন্য অধিকরণে আমরা সেই একই অভাবকে প্রত্যক্ষ করতে পারতামনা। কিন্তু ভূতলে ঘটটি আনার পরে, ঐ ভূতলে ঘটাভাবটিকে আর প্রত্যক্ষ করছিনা বটে, তবু অন্য ভূতলে বা আমার ঘরের টেবিলে, অন্য যেখানে যেখানে ঐ ঘটটি নেই সেখানে সেখানে, আমরা ঐ একই ঘটাভাবকে প্রত্যক্ষ করি। কাজেই বল্‌তে হবে, ভূতলে ঘট আনার ফলে ঘটাভাব পদার্থটি বিনষ্ট হয়নি; যা বিনষ্ট হ'য়েছে, তা হ'চ্ছে ভূতলের সঙ্গে ঐ ঘটাভাব পদার্থের সংসর্গ।

Scanned with CamScanner